Rta- 'ঋত' (cosmic order):

'ঋ' শব্দটির সঙ্গে 'ত' যোগ করে ঋত শব্দটি এসেছে। ঋত বহু ব্যবহৃত ও বহু তাৎপর্যপূর্ণ একটি বৈদিক শব্দ। সৃষ্টির মূলে যে অস্ফুট একটি নিয়ম বা সত্য রয়েছে তারই উদিত ও সক্রিয় রূপ হল ঋত। ঋ অর্থ হল চলা বা গতি। বিশ্ব চরাচর যে সত্যের ছন্দে নিয়ত চলমান – মহাসৃষ্টির যে সদা প্রবহমান ক্রিয়া তাই হল ঋত। এই ঋতর দ্বারা সকল পরিবর্তনশীলতার মধ্যে সর্বশক্তিমান অলঙ্ঘনীয় একটি নিয়মকে বোঝায়। ঋত অর্থে গতিশীল বিবর্তন অনাদি অনন্ত পরিব্যাপ্ত সত্য। ঋতের নৈসর্গিক নিয়ম এবং ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে।

ঋত সমস্ত কিছুকে দীপ্তিমান করে তোলে। বিশ্বের প্রকাশের পিছনে যিনি আছেন তিনি হলেন ঈশ্বর। আর ঈশ্বরের দ্বারাই প্রকাশিত হয় ঋত। ঋত বলতে একটি নিয়ম শৃঙ্খলাকে বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি ঋতকে অস্বীকার করে তাহলে তার বিনাশ অবধারিত। ঋকবেদে আমরা দেখতে পাই ঋত এবং সত্য এক। যা কিছু শাশ্বত তাই হচ্ছে সত্য। প্রকৃতি ও বৈদিক সবকিছুর নিয়ম শৃঙ্খলাই হচ্ছে ঋত।

ঋতকে 'cosmic order' বলা হয়। cosmic কথাটি গ্রীক শব্দ cosmos থেকে এসেছে। cosmos মানে হল সুশৃঙ্খল। বিশ্বপ্রকৃতির যে অমোঘ নিয়মের দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র উদিত হয় ও অস্ত যায়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, ঋতুচক্র আবর্তিত হয়ে চলে সেটা এই cosmos-এর জন্যই।

ঋত।

ঋতকে 'Cosmic order' বলা হয়। Cosmic কথাটি গ্রীক শব্দ Cosmos থেকে এসেছে। Cosmos মানে হল সুশৃঙ্খল। বিশ্ব প্রকৃতির যে অমোঘ নিয়মের দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র উদিত হয় ও অস্ত যায়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, ঋতুচক্র আবর্তিত হয়ে চলে সেটা এই Cosmos-এর জন্যই।

সূর্য কন্যা ঋষি সূর্যার সূক্ত থেকে ঋতের একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখযোগ্য- "সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রেখেছে, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করে রেখেছে। ঋতের প্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে অবস্থিত আছেন, তাঁরই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করে আছেন। (ঋগ্বেদ - 10/85/1)

নিরুক্তকার যাস্ক ও বেদভাষ্য প্রণেতা সায়ন 'উদক' ও 'যজ্ঞ' অর্থেও ঋত শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অন্য এক স্থানে (ঋগ্বেদে 10.190.1) সায়ন ঋত শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। যথার্থ মানস সঙ্কল্প মনু সংহিতা 'উঞ্ছশিল' অর্থে ঋত শব্দটির উল্লেখ আছে।

আমাদের অন্তরালে যে হিরন্ময় জ্যোতি বিহঙ্গ যে হংস বিহার করে, অন্তরীক্ষে যে অষ্টবসু অবস্থান করে এবং চিৎ শক্তিরূপে যে অগ্নি জীবন যজ্ঞের বেদীতে অর্থাৎ এই দেহ আয়তন রূপে বিরাজ করে ঋষি বামদেব বলেছেন এসব পরম ঋতের

Scanned by CamScanner

শুভমূর্তি। ঋত হচ্ছে সত্যের শাশ্বত জ্যোতি সত্যদৃষ্টি, দেবতার প্রকাশ দেবত্ব সৃষ্টি। ঋকবেদে এই জ্যোতিকে বলা হয়েছে — অন্ধকারের উপরে উত্থিত সেই পরম জ্যোতি। এই পরম জ্যোতি দ্যুলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত বিশ্বের উপর দৃষ্টি পাচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে সেই জ্যোতি আর মানুষের অন্তরে নিহিত জ্যোতি উভয়েই এক।

ঋতকে বলা হয়েছে চিরন্তন আদেশ অর্থাৎ এমন একটি আদেশ যা মানুষ এমন কি দেবতারাও লঙ্ঘন করতে পারেন না। দেবরাজ বরুন এই ঋতের রক্ষক। বরুন, মিত্র, অর্যমা, সত্যে বাসে যজ্ঞের বেদীতে ঋতকে রক্ষা করেন। দেবতারা গো দোহনের মতো ঋতকে দোহন করে থাকেন। এমনি করে সত্যের বানী উৎসৃজন হয়, ঊষার আলোক উদ্ভাসের মত। ঋত হচ্ছে স্বর্গের আলোক ঝরনা। তমিস্রার অজ্ঞানের সংকীর্ণতা থেকে সকলতম অন্ধকার নাশ করে তাঁরা আমাদের জ্যোতির প্রসারিত করেন। ঋত হচ্ছে সত্যের ভিত্তিভূমি, সত্যের নাভি বা কেন্দ্রের সৃষ্টি শক্তির স্ফুটন্ত ভূ-কেন্দ্র। এই সৃষ্টির ভার বহন করে প্রকীর্ণ ছটার মত তার অক্ষগুলি আবর্তিত হয়ে চলে। শত পরিবর্তনের মধ্যেও গতি চক্রের কেন্দ্রস্থ রয়েছে অটল। ঋত হল সত্যের প্রেষনা, সত্যের ভাবনা, শাশ্বত দিব্য চেতনার প্রচ্ছেনা।

চার্বাক এবং অন্যান্য সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই এক নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আস্তিক এবং বেদে বিশ্বাসী দর্শন সম্প্রদায় এ ধরনের একটি নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। বেদে এই চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয় জাগতিক শৃঙ্খলাকেই বলা হয়েছে ঋত। বেদে যাকে ঋত বলা হয়েছে মীমাংসা দর্শনে তাই অপূর্ব নামে পরিচিত। অপূর্ব হচ্ছে সেই নিয়ম শৃঙ্খলা যা বর্তমানে সম্পাদিত যজ্ঞ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ভবিষ্যত সুফলাভের আশ্বাস দেয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ঋত হচ্ছে অদৃষ্ট। অদৃষ্ট হল এমন একটি নিয়ম যা পরমকেও নিয়ন্ত্রন করে এবং নৈতিক নিয়মানুবর্তি বস্তু সৃষ্টি করে

Scanned by CamScanner

ঋত - ঋত (Cosmic order):

'ঋ' শব্দটির সঙ্গে 'ত' যোগ করে ঋত শব্দটি এসেছে। ঋত বহু ব্যবহৃত ও বহু তাৎপর্যপূর্ন একটি বৈদিক শব্দ। সৃষ্টির মূলে যে অস্ফুট একটি নিয়ম ধর্মী সত্য রয়েছে তারই ছন্দিত ও সক্রিয় রূপ হল ঋত। ঋ অর্থ হল চলা বা গতি। বিশ্ব চরাচর যে সত্যের ছন্দে নিয়ত চলমান – মহাসৃষ্টির যে সদা প্রবহমান ক্রিয়া তাই হল ঋত। এই ঋতের দ্বারা সকল পরিবর্তনশীলতার মধ্যে সর্বশক্তিমান অলঙ্ঘনীয় একটি নিয়মকে বোঝায়। ঋত অর্থে গতিশীল বিবর্তন অনাদি অনন্ত পরিব্যাপ্ত সত্য। ঋতের নৈসর্গিক নিয়ম এবং ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে।

ঋত সমস্ত কিছুকে দীপ্যমান করে তোলে। বিশ্বের প্রকাশের পিছনে যিনি আছেন তিনি হলেন ঈশ্বর। আর ঈশ্বরের দ্বারাই প্রকাশিত হয় ঋত। ঋত বলতে একটি নিয়ম শৃঙ্খলাকে বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি ঋতকে অস্বীকার করে তাহলে তার বিনাশ অবধারিত। ঋকবেদে আমরা দেখতে পাই ঋত এবং সত্য এক। যা কিছু মান্য তাই হচ্ছে সত্য। প্রকৃতি ও বৈদিক সবকিছুর নিয়ম শৃঙ্খলাই হচ্ছে ঋত।

ঋতকে 'Cosmic order' বলা হয়। Cosmic কথাটি গ্রীক শব্দ Cosmos থেকে এসেছে। Cosmos মানে হল সুশৃঙ্খল। বিশ্ব প্রকৃতির যে অমোঘ নিয়মের দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র উদিত হয় ও অস্ত যায়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, ঋতুচক্র আবর্তিত হয়ে চলে সেটা এই Cosmos-এর জন্যই।

সূর্য কন্যা ঋষি সূর্যার সূক্ত থেকে ঋতের একটি বর্ননা এখানে উল্লেখযোগ্য – "সত্যই পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করে রেখেছে, সূর্য স্বর্গকে উত্তম্ভিত করে রেখেছে। ঋতের প্রভাবে আদিত্যগন আকাশে অবস্থিত আছেন, তাঁরই প্রভাবে সোম সেই স্থান আশ্রয় করে আছেন। (ঋকবেদ – 10/85/1)

নিরুক্তকার যাস্ক ও বেদভাষ্য প্রনেতা সায়ন 'উদক' ও 'যজ্ঞ' অর্থেও ঋত শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অন্য এক স্থানে (ঋকবেদে 10.190.1) সায়ন ঋত শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। যথার্থ মানস সঙ্কল্প মনু সংহিতা 'উঞ্ছশীল' অর্থে ঋত শব্দটির উল্লেখ আছে।

আমাদের অন্তরালে যে হিরন্ময় জ্যোতি বিহঙ্গ যে হংস বিহার করে, অন্তরীক্ষে যে অগ্নিবসু অবস্থান করে এবং চিৎ শক্তিরূপে যে অতিথি জীবন যজ্ঞের বেদীতে অর্থাৎ এই দেহ আয়তন রূপে বিরাজ করে, ঋষি বামদেব বলেছেন এসব পরম ঋতের

শুভমূর্তি। ঋত হচ্ছে সত্যের শাশ্বত জ্যোতি সত্যদৃষ্টি, দেবতার প্রকাশ দেবত্ব সৃষ্টি, ঋগ্বেদে এই জ্যোতিকে বলা হয়েছে — অন্ধকারের উপরে উত্থিত সেই পরম জ্যোতি। এই পরম জ্যোতি দ্যুলোক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সমস্ত বিশ্বের উপর দৃষ্টি পাচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে সেই জ্যোতি আর মানুষের অন্তরে নিহিত জ্যোতি উভয়েই এক।

ঋতকে বলা হয়েছে চিরন্তন আদেশ অর্থাৎ এমন একটি আদেশ যা মানুষ এমন কি দেবতারাও লঙ্ঘন করতে পারেন না। দেবরাজ বরুন এই ঋতের রক্ষক। বরুন, মিত্র, অর্যমা, সত্যে বাসে যজ্ঞের বেদীতে ঋতকে রক্ষা করেন। দেবতারা গো দোহনের মতো ঋতকে দোহন করে থাকেন। এমনি করে সত্যের বাণী উৎ সৃজন হয়, উষার আলোক উদ্ভাসের মত। ঋত হচ্ছে স্বর্গের আলোক ধারনা। মিথ্যার অজ্ঞানের সং-কীর্ণতা থেকে সকলতম অন্ধকার নাশ করে তাঁরা আমাদের জ্যোতির প্রসারিত করেন। ঋত হচ্ছে সত্যের ভিত্তি ভূমি, সত্যের নাভি বা কেন্দ্রের সৃষ্টি শক্তির স্ফুটন্ত ভূ-কেন্দ্র। এই সৃষ্টির ভার বহন করে প্রকীর্ণ ছটার মত তার অক্ষগুলি আবর্তিত হয়ে চলে। শত পরিবর্তনের মধ্যেও গতি চক্রের কেন্দ্রস্থ রয়েছে অটল। ঋত হল সত্যের প্রেরণা, সত্যের ভাবনা, শাশ্বত দিব্য চেতনার স্পন্দনা।

চার্বাক এবং অন্যান্য সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই এক নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আস্তিক এবং বেদে বিশ্বাসী দর্শন সম্প্রদায় এ ধরনের একটি নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলার অস্তি অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। বেদে এই চিরন্তন ও অলঙ্ঘনীয় জাগতিক শৃঙ্খলাকেই বলা হয়েছে ঋত। বেদে যাকে ঋত বলা হয়েছে মীমাংসা দর্শনে তাই অপূর্ব নামে পরিচিত। অপূর্ব হচ্ছে সেই নিয়ম শৃঙ্খলা যা বর্তমানে সম্পাদিত যজ্ঞ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ভবিষ্যত সুফলাভের আশ্বাস দেয়। ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে ঋত হচ্ছে অদৃষ্ট। অদৃষ্ট হল এমন একটি নিয়ম যা পরমকেও নিয়ন্ত্রন করে এবং নৈতিক নিয়মানুবর্তি বস্তু সৃষ্টি করে

ঋত আবার কর্মবাদের মধ্যে দিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতিটি ভারতীয় দর্শনেই কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। কর্মবাদ অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করতেই হবে। শুভ, অশুভ, পাপ, পূন্য সবই কর্মবাদের মধ্যে দিয়ে সংরক্ষিত থাকে। কর্মবাদকে তাই নৈতিক মূল্যের সংরক্ষন নিয়ম বলা হয়ে থাকে। ঋত এই কর্মবাদের মধ্যে দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

Scanned by CamScanner

ঋণ :=>

বৈদিক দর্শনের লক্ষ্য হল মোক্ষলাভ অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই মোক্ষলাভের অধিকারী হতে গেলে তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে কিছু কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। আর বৈদিক সাহিত্যে মানসিক কর্তব্য ঋণ শোধাত্মক। অথর্ববেদের একস্থানে বলা হয়েছে মানুষ জন্মের সময় কিছু ঋণ নিয়ে জন্মায় এবং এই জন্মেই তাকে ঐ সমস্ত ঋণ শোধ করে যেতে হবে। যে জন্মায় সে কিছু না কিছু ঋণ নিয়েই জন্মায়। মনুষ্য জন্ম হল এই কর্তব্যের বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। এর স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে। যেখানে বলা হয়েছে —

"ঋণং হ বৈ জায়তে যোহস্তি, স জায়মান এব
দেবেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ পিতৃভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ......"

অর্থাৎ দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণের প্রতি তার সেই ঋণের বোঝা এই জন্মে শোধ করে যেতে হয়। 'ঋণ' কথার আক্ষরিক অর্থ হল দায়গ্রস্ত। এই ঋণ ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার বিষয়। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে মানুষ মূল অনেকের কাছে বিভিন্নভাবে ঋণী। প্রত্যেক মানুষকে তার ঋণ মেটানোর জন্য কিছু কিছু কর্ম করতে হয়। মনুসংহিতায় প্রথমে তিনটি ঋণের কথা বলা হয়েছে এবং সেই ঋণ শোধের উপায় হিসাবে তিনরকম কর্তব্য বা কর্মের উল্লেখ পাওয়া। এই তিনটি ঋণই পারলৌকিক (Transcendental) ঋণ। ১) দেব ঋণ ২) পিতৃঋণ ৩) ঋষি ঋণ। এই ঋণ সকল শোধ না করে মোক্ষ ধর্মের সেবা করলে নরক প্রাপ্ত হতে হয়। যাগ-যজ্ঞাদি ও দেবগনের পূজার দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ করতে হবে। শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি এবং সন্তানাদি উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্মচর্য পালন করে ঋষি ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরো দুই প্রকার ঐহিক ঋণের কথা বলা হয়েছে — নৃঋণ এবং ভূতঋণ। অতিথি সেবা অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থী মানুষের সেবার দ্বারা নৃঋণ অর্থাৎ মানুষের ঋণ শোধ করতে হবে। আবার ভূত জীবের কাছেও অর্থাৎ গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল কাক প্রভৃতিদের কাছেও আমরা প্রচুর ঋণী। কাজেই তাদের প্রতি ঋণ পরিশোধ করাও আমাদের কর্তব্য। তাদের জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আমাদের ভূত ঋণ শোধ করতে হবে। উক্ত ৫ প্রকার ঋণ পরিশোধ করলে তবেই একজন ব্যক্তি মোক্ষলাভের অধিকারী হবেন।

দ্বিজগন সন্তান উৎপাদন না করে, বেদাধ্যয়ন না করে এবং যাগ-যজ্ঞাদি না করে যদি মোক্ষলাভে সচেষ্ট হন তবে

Scanned by CamScanner

অর্বঃ গতি প্রাপ্ত হন। প্রজাপতি যাগ-যজ্ঞাদি করে সর্বস্ব দক্ষিণাকে করে আত্মাতে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম ধর্ম লাভ করবেন বা সন্ন্যাস ধর্ম পালন করবেন।

Scanned by CamScanner

'শীল' শব্দের অর্থ কি? বিভিন্ন শীল ব্যাখ্যা কর।

বৌদ্ধ দর্শনে 'শীল' শব্দটি 'সদাচার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শীলের অর্থ হল, নৈতিক আচরণ। তবে প্রভু বুদ্ধ শীলের ধারনাকে বাহ্য আচরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বলেন শীল আমাদের মানসিক শুদ্ধতাকে নির্দেশ করে। তাই সংক্ষেপে শীলের অর্থ হল কর্ম ও চরিত্রের শুচিতা।

বৌদ্ধ দর্শনে অনেক 'শীলের' কথা উল্লেখ আছে এবং প্রতিটি শীলেই খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। আর্যসত্যে বলা হয়েছে যে, শীল তিন প্রকার- সম্যক বাক্য, সম্যক কর্মান্ত ও সম্যক আজীব। সম্যক বাক্যে চার প্রকার বিরতির কথা বলা হয়েছে:

১. মৃষাবাদ বিরতি বা মিথ্যা কথা না বলা
২. পিশুনবাদ বিরতি বা অন্য দুঃখে পাবে এমন না কথা বলা।
৩. পুরুষবাদ বিরতি বা কর্কশ কথা না বলা
৪. সংপ্রলাপ বিরতি বা অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা

সম্যক কর্মান্তেও চারটি বিরতির কথা বলা হয়েছে —

১. অদত্তাদান বিরতি বা চুরি না করা
২. প্রাণাতিপাত বিরতি বা হত্যা না করা
৩. কামসম্বন্ধে মিথ্যাচার বিরতি বা কামনা চরিতার্থ থেকে দূরে থাকা
৪. অব্রহ্মচর্য বিরতি বা ব্রহ্মচর্য পালন থেকে দূরে না থাকা।

বৌদ্ধ দর্শনে শীলের মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ করা কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ শীলের একটি ইতিবাচক দিকও আছে। প্রভু বুদ্ধ আমাদের অনেক কাজকে কর্তব্য বলে নির্দেশ করেন। এই দিক থেকে লক্ষ্য রেখে প্রভু বুদ্ধ আমাদের যে সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন তাকে 'বারিত্রশীল' এবং যে সমস্ত কাজ আমাদের করতে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের 'চারিত্রশীল' বলেছেন।

Scanned by CamScanner

(shrikanta@creativemart.in)

অষ্টাঙ্গিক মার্গে যদিও তিনটি মাত্র শীলের উল্লেখ দেখা যায় তবুও বৌদ্ধ দর্শনের আরও অনেক শীলের কথা আছে। শ্রমণ বা ভিক্ষুকদের জন্য যে দশবিধ শীলের উল্লেখ আছে গৃহী মানুষদের ক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য নয়, শ্রমণদের জন্য প্রভু বুদ্ধ দশ প্রকার শীলের কথা বলেছেন, কিন্তু গৃহীদের জন্য তিনি পাঁচটি বা পঞ্চশীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হল—

১. মৃষাবাদ বিরতি (মিথ্যা কথা না বলা)
২. অদত্তাদান বিরতি (যে জিনিস দান করা হয়নি তা গ্রহণ না করা বা চুরি না করা)।
৩. মদ্যপান কার্য নিষেধ বা বিরতি (মাদকজাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা)
৪. অব্রহ্মচর্য বিরতি (ব্রহ্মচর্য পালন থেকে বিরত না থাকা)
৫. প্রাণাতিপাত বিরতি (প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হওয়া)

এগুলিকেই পঞ্চশীল বা পঞ্চশিক্ষাপদ নামে চিহ্নিত করা হয়। আবার এগুলি যেহেতু গৃহীরা পালন করেন তাই এদের 'গার্হস্থ্যশীল' ও বলা হয়। শীল শুধু কর্ম বিরতির কথাই ঘোষণা করে না, এখানে একজন মানুষকে শুধু তার নিজের আচরণ সংযত করতেই বলা হয় না, অন্যকেও এই জাতীয় কাজ থেকে বিরত করা শীলের উদ্দেশ্য। যেমন শীলে প্রাণীহত্যা নিষেধ করা হয়েছে, তেমনই অন্যকে দিয়েও প্রাণীহত্যা করানো অকর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

'ত্রিরত্ন' কথাটির মাধ্যমে আমরা বুঝি তিনটি রত্ন বা সম্পদ। তবে, জৈন নীতিশাস্ত্র ত্রিরত্ন অর্থে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র — এই তিনটি গুণাবলীকেই বুঝিয়েছেন। প্রতিটি জীবের চরম অভীপ্সা মোক্ষ বা মুক্তিলাভে এই ত্রিরত্ন-এর সোভাফল। এই তিনটি গুণাবলীর যে কোন একটির অনুপ্রবেশ জীবদেহে ঘটলে তা জীবের মোক্ষলাভে সহায়ক হয় না।

জৈন দর্শনে যে ত্রিরত্নের কথা বলা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপঃ

সম্যক দর্শনঃ সম্যক দর্শন বলতে এক কথায় জৈন দর্শন এবং তার প্রণেতা সকল তীর্থঙ্করগণের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাসকে বোঝায়। তবে জৈনরা বিচারবিহীন এবং অন্ধবিশ্বাসজাত শ্রদ্ধার কথা বলেন না। তাঁদের মতে যুক্তি, তর্ক, বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত শ্রদ্ধাই হল জৈন দর্শনের আদর্শ। জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে, বীতশ্রদ্ধ না হয়ে তীর্থঙ্করদের উপদেশ পাঠ করলে এবং শ্রদ্ধাসহকারে তা শ্রবণ করলে যে কোন ব্যক্তিই বিচারান্তে জৈনদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন।

সম্যক জ্ঞানঃ জীব ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধিই হল সম্যক জ্ঞান। সম্যক জ্ঞান হল সকল প্রকার মোহমুক্ত জ্ঞান, ভারতীয় দর্শনে, মোক্ষলাভের উপায়রূপে সম্যক জ্ঞানের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন, নির্জরা এবং সম্বর যখন জীবকে শৃঙ্খল মুক্ত করে তখনই সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভব। একমাত্র কেবলজ্ঞানী ব্যক্তিই স্বরূপত সর্বজ্ঞ আত্মার সকল প্রকার বাধাকে অতিক্রম করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন।

সম্যক চরিত্রঃ যে সব কর্ম আত্মার বন্ধনের কারণ, সেই সব কর্ম পরিত্যাগ এবং শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানবান পুরুষের লক্ষ্যে মোক্ষলাভের সহায়ক কর্মের অনুশীলনই হল সম্যক চরিত্র, জৈনগণ সম্যক চরিত্র বলতে এমন কর্ম সম্পাদনকে বোঝান যার দ্বারা আত্মার দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী কর্মপুদ্গলের অনুপ্রবেশ জীবদেহে বন্ধ হয়।

Scanned by CamScanner

classmate
Date ______
Page ______

মহাব্রত: জৈন নীতিতত্ত্ব অনুসারী আত্মার সঙ্গে কর্ম পুদ্গলের সম্পূর্ণ বিযুক্তি ঘটাতে পারলে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। সংবর ও নির্জরা এই প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মার সঙ্গে পুদ্গলের বিযুক্তি ঘটানো সম্ভব। এইজন্য জৈন নীতিতত্ত্বে সম্যক চরিত্র গঠনের জন্য পঞ্চব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চব্রত হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এগুলি সন্ন্যাস জীবনে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। কঠোরভাবে এই পঞ্চব্রত অনুশীলনই হল পঞ্চ মহাব্রত।

অহিংসা: জৈন মত অনুসারী গতিশীল ও গতিহীন সকল জীবের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা। জৈনগণ বলেন চিন্তায় ও বাক্যে সকল জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করতে হবে। সন্ন্যাসীগণকে এই ব্রত খুব কঠোরভাবে জৈননীতিতত্ত্বে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অজান্তে কোন হিংসা যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য জৈন সন্ন্যাসীগণ বর্ষাকালে তিনমাস বাড়ি থেকে বের হন না এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা কোন সূক্ষ্ম জীবের প্রাণহানী না ঘটে তার জন্য নাকে কাপড় দিয়ে পথ চলেন।

সত্য: জৈন নীতিতত্ত্বে অপ্রিয় ও অহিতকর বাক্য যথার্থ নয়। কোনো সরল বাক্য কোনো না কোন জীবের অনিষ্ট বা হানি ঘটায়, তাই সত্যব্রতে প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অস্তেয়: পরদ্রব্য চুরি করা বা প্রতারণা করে নেওয়া জৈন নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তাই অস্তেয় ব্রতে দান ব্যতীত অন্য কোনভাবে পরদ্রব্য গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মচর্য: পারলৌকিক ও ঐহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোন কর্ম করা থেকে বিরত থাকা হল ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য নানাপ্রকার হতে পারে। কিন্তু মূলত: যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা হল ব্রহ্মচর্য। সন্ন্যাসীগণ এই ব্রত অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করবেন।

অপরিগ্রহ: জৈনদের মতে, বিষয়ের প্রতি আসক্তি থেকে জীবের কর্মের পুদ্গল জন্মে। কর্ম পুদ্গল থেকে

দেহ বিবরণ এবং দেহ বিবরণ থেকে কল্যাণ ঘটে থাকে। তাই প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীকে সমস্তরকম আসক্তি ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner